

# আমাদের ছোট নদী

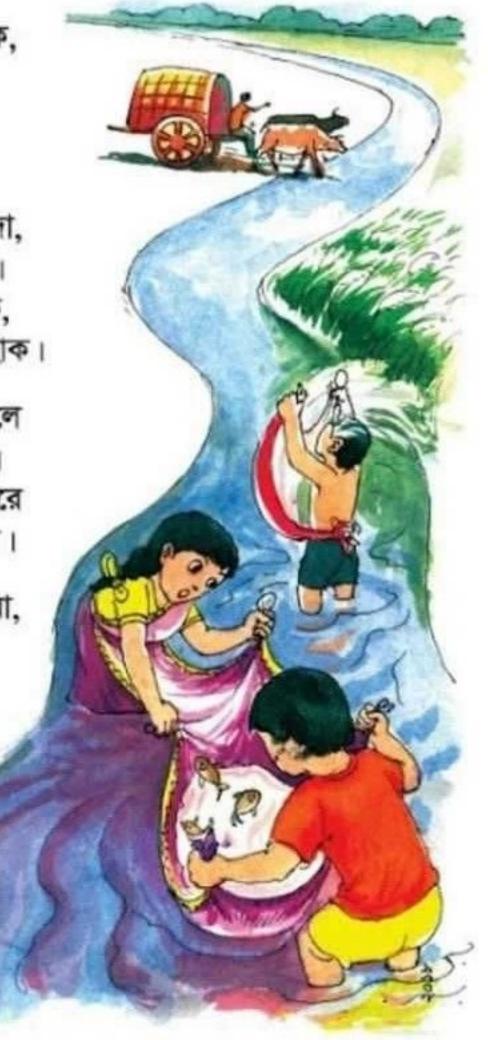
### রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

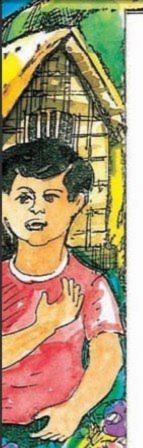
আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি, দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা, এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা। কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক, রাতে ওঠে থেকে থেকে শিয়ালের হাঁক।

তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে। সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে।

আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভরো ভরো, মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর। দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া, বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

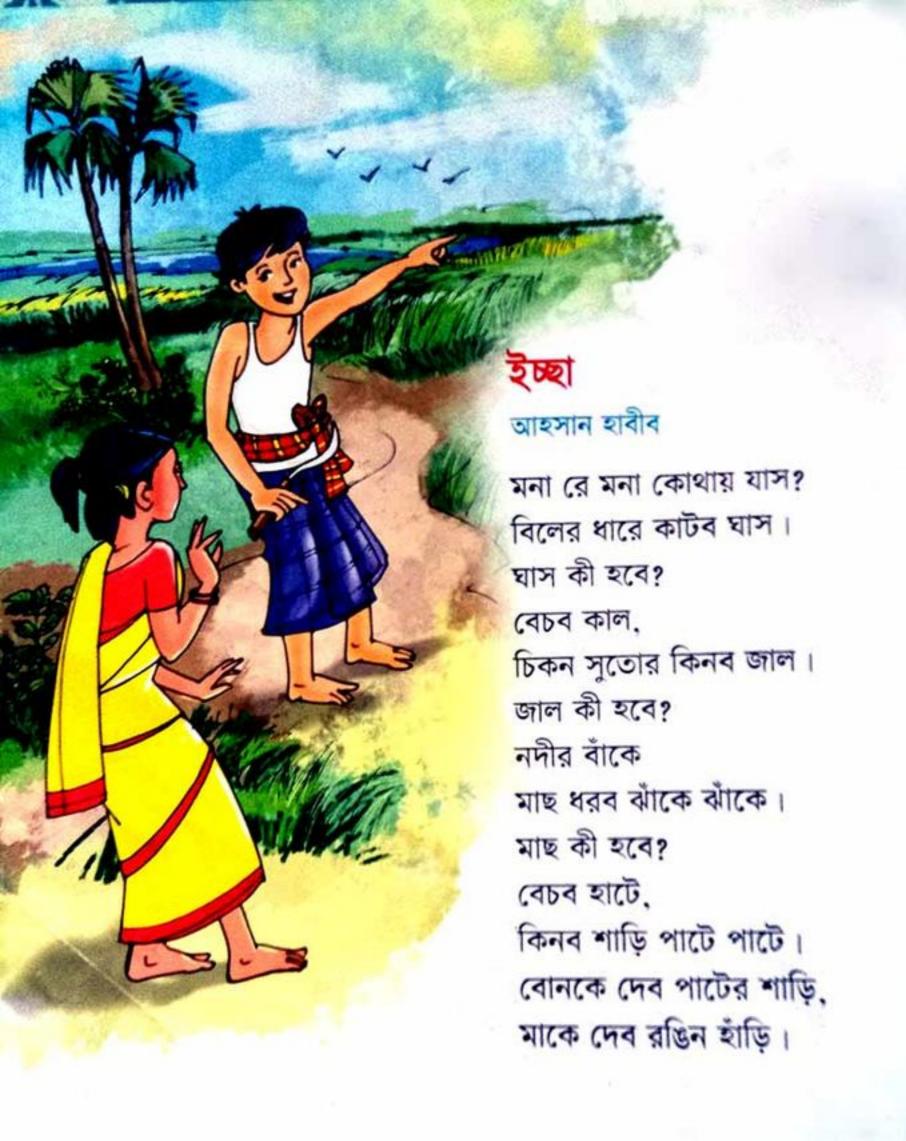




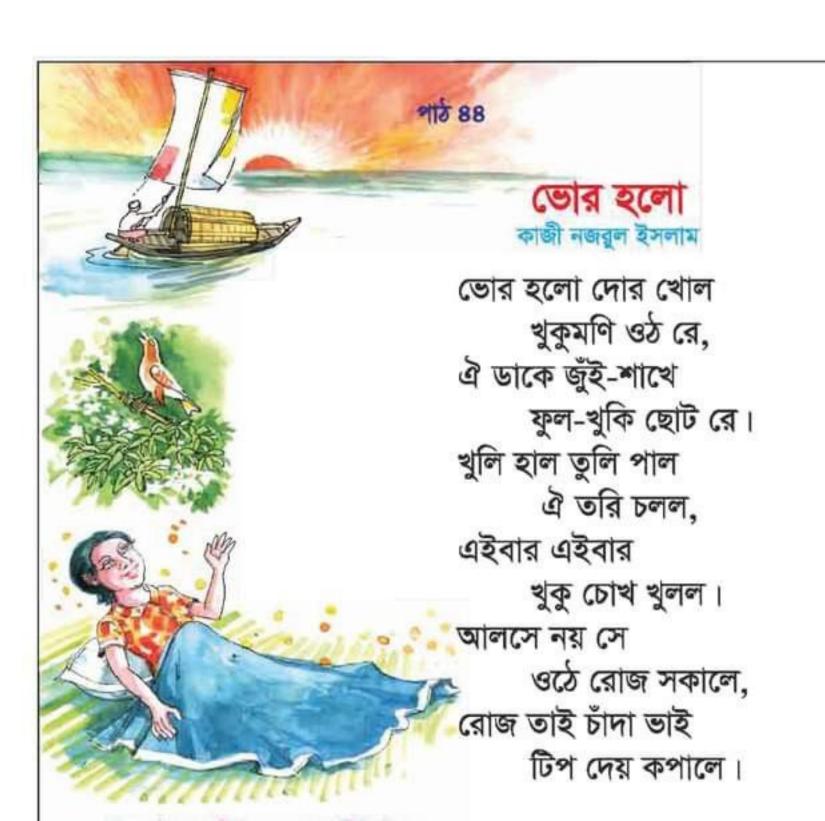
#### আমি হব

কাজী নজরুল ইসলাম আমি হব সকাল বেলার পাখি সবার আগে কুসম-বাগে উঠব আমি ডাকি! সুয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে. रुग़नि जकाल, घुट्या এখन, মা বলবেন রেগে। বলব আমি - আলসে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাক, হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে না ক? আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে ? তোমার ছেলে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে।





শব্দার্থ : মনা — একটি ছেলের নাম। ধারে — কাছে। বাঁকে — মোড়ে। জাল — মাছ ধরার ফাঁদ। মুখে মুখে উত্তর বলি : ১, মনা কোথায় যায়? ২, মনা ঘাস কী করবে? ৩, মনা নদীর বাঁকে কী করবে?





শব্দার্থ : নওয়াব বাড়ি–বড় বাড়ি। উজালা–উজ্জ্বল। গোল–ঝামেলা।

প্রশ্নের উত্তর দাও : ১. ছোটন কোথায় ঘুমায়?

২. কীসের মালা দেবে?

## কানা বগীর ছা

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন

ঐ দেখা যায় তাল গাছ

ঐ আমাদের গাঁ

ঐ খানেতে বাস করে

কানা বগীর ছা।

ও বগী তুই খাস কী?

পানতা ভাত চাস কি?

পানতা আমি খাই না

ঐইটি মাছ পাই না

একটা যদি পাই

অমনি ধরে গাপুসগুপুস খাই।

### ছোটন ঘুমায়

সুফিয়া কামাল

গোল কোরো না গোল কোরো না ছোটন ঘুমায় খাটে। এই ঘুমকে কিনতে হলো নওয়াব বাড়ির হাটে। সোনা নয় রুপা নয় দিলাম মোতির মালা তাই তো ছোটন ঘুমিয়ে আছে ঘর করে উজালা।

